সংবাদ

তারিখ 6 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অভিমত

সুশাসনের অভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় দুর্নীতি বেড়েছে

● প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় ভালোভাবেই নজর দিয়েছে। ফলে বর্তমানে প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু সুশাসনের অভাবে মাধ্যমিক শিক্ষায় দুর্নীতি-অনিয়ম ব্যাপকহারে বেড়েছে। তবে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও শিশুর সুরক্ষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাতের বাজেট সুরক্ষা ও বৃদ্ধি করতেই হবে।

বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন সমন্বয় এবং ইউনিসেফ প্রণীত 'চিলড্রেন অ্যান্ড বাজেট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এ কথা বলেন। রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল বিকেলে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। এতে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মাহফুজ কবির।

অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার মান যাই হোক, সরকার ভালোভাবেই এ বিষয়ে নজর দিয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সুশাসনের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্থানীয় রাজনীতিকদের মারাত্মক কুপ্রভাব পড়েছে মাধ্যমিক শিক্ষায়'। প্রাথমিক শিক্ষায় যে বরাদ্দ মাধ্যমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

মাধ্যমিক : শিক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দেয়া হয় তাতে ধনী ও গরিব উভয় পরিবারের সন্তানরা সমান সুবিধা পায়- এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আমাদের বরাদ্দ সীমিত। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ ব্যয় হয় প্রাথমিকে ও ৫০ শতাংশ ব্যয় হয় মাধ্যমিকসহ অন্যখাতে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও স্বল্প বরাদ্দে বিশ্বের অনেক দেশ থেকেই আমরা ভালো সফলতা অর্জন করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার বেড়েছে। স্বাস্থ্য খাতে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। এ খাতে খাবার স্যালাইন ও টিকাদান কর্মসূচি ইতিবাচক সুফল বয়ে এনেছে'।

উন্নয়নশীল দেশের বাজেটের সঙ্গে তুলনা করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, 'দেশের স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র এক শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়, অথচ উন্নয়নশীল দেশে দেয়া হয় তিন শতাংশ। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয় জিডিপি'র চার শতাংশ। আর বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয় জিডিপি'র দুই শতাংশ মাত্র'।

সাবেক উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'শিশুর অপুষ্টি রোধ, বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া হ্রাসে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। এরপরও অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। আমাদের সীমিত বাজেটের মধ্যেই উদ্ভাবনশীল প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেসব সমস্যা নিরসনে এগিয়ে যেতে হবে'। তিনি আরও বলেন, 'খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে গণমাধ্যমে কিছু আলোচনা হয়। কিন্তু এর ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত তৎপরতা খুব কম। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা দরিদ্র কমাতে পেরেছি। কিন্তু শিশুর অপুষ্টি নির্মূলে সরকারের তৎপরতা তেমন বাড়েনি'।

সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'বর্তমানে প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। অথচ মাত্র ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রবেশ করছে। বাকিরা কোথাও না কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে'। প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে থাকবে কেন? তারা কি অনুকম্পা?'

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মহাপরিচালক ডা. কাজী জাফর উল্লাহ চৌধুরী বলেন, দুর্নীতি ও চরম অব্যবস্থাপনায় আটকে পড়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্কুলে মৌলভী সাহেবরা অঙ্ক পড়াচ্ছেন, আর বাংলা-ইংরেজির শিক্ষকরা বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন'। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি প্যাসকেল ভিলানেভ, সংসদ সদস্য [illegible], স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হুমায়ুন কবির, বেসরকারি সংস্থা বিআইডিএস'র পরিচালক মুস্তাফা কে মুজেরী প্রমুখ।